দৈনিক জনকণ্ঠ

JUN. 24 2002

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ২.৪ কলাম ......

চবির ১৬ হাজার শিক্ষার্থীর ভবিষ্যত নিয়ে ছিনিমিনি

কাজী আবুল মনসুর, *চট্টগ্রাম অফিস*

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৬ হাজার ছাত্রছাত্রীর ভবিষ্যত নিয়ে ছিনিমিনি খেলা চলছে। বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার মান কমে গেছে।

উচ্চশিক্ষা, চাকরিসহ টাকা রোজগারের জন্য চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের বড় একটি অংশ দেশের বাইরে বছরের পর বছর ধরে অবস্থান করছে। তাদের চাকরি যায় না বরং যে যত বেশিদিন বাইরে থাকতে পারেন তার চাকরি ততই মজবুত হয়। বর্তমান ৫শ' ৬৭ জন শিক্ষকের মধ্যে ১শ' ৩৩ জনই দেশের বাইরে। দেশের ছাত্রছাত্রীদের খেলাপড়ার সুযোগ থেকে বঞ্চিত করে এ শিক্ষকরা খণ্ডকালীন শিক্ষকতা, এনজিও ও বিদেশের বিভিন্ন কোম্পানিতে বছরের পর বছর ধরে কাজ করে যাচ্ছেন। এমন নজির বিশ্বের কোথাও না থাকলেও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে বিরাজ করছে।

অনুসন্ধানে জানা গেছে, বিজ্ঞান ফ্যাকাল্টি থেকে ৩৫ জন, কলা অনুষদ থেকে ৩০ জন, বাণিজ্য অনুষদ থেকে ২৫ জন, সমাজবিজ্ঞান থেকে ২০ জন, পরিবেশবিজ্ঞান ও বন ইনস্টিটিউট থেকে ১৩ জন, আইন ফ্যাকাল্টি থেকে ৫ জন, মেরিন সায়েন্স থেকে ৫ জন ছুটির নামে বাইরে রয়েছেন।

সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে বিগত কয়েক বছর ধরে নিয়োগ পাওয়া এমন কিছু শিক্ষকের যোগ্যতা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে। পছন্দের ছাত্রীকে শিক্ষক হিসাবে নিয়োগদানের নির্লজ্জ কাজটিও অনেক ক্ষেত্রে করা হয়েছে। অনেক মেধাবী ছাত্রের যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও ছিটকে পড়েছে। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মাস্টার্স করে বের হওয়া ছাত্রছাত্রীদের লেখাপাড়ার মান নিয়ে অভিভাবকরাও শঙ্কিত। সবারই এক কথা, বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ ডিগ্রী নিয়ে ইংরেজীতে একটি দরখাস্ত তো দূরের কথা ভাল বাংলাও লিখতে পারে না। বিশ্ববিদ্যালয়ের পুরনো শিক্ষকদের মধ্যে এমন অনেক মেধাবী শিক্ষক রয়েছেন যাদের কোন মূল্যায়ন নেই। মেধাবী শিক্ষকদের অনেকেই কার্যত কোণঠাসা। কিছু জানেনা এমন শিক্ষকদের দাপট সর্বত্র।

ছাত্রছাত্রীদের কাছ থেকে পাওয়া অনেক অভিযোগও রীতিমতো বিস্ময়কর। অনেক শিক্ষকের বিরুদ্ধে ছাত্রীদের বিভিন্ন সমস্যায় ফেলে শ্লীলতাহানিরও অভিযোগ উঠেছে। সাংবাদিকতা বিভাগের এক শিক্ষকের বিরুদ্ধে অভিযোগ রয়েছে যে, ঐ শিক্ষক সারা বছর ক্লাস নেননি, এখন তাড়াহুড়া করে ক্লাস নিচ্ছেন এবং এক একটি ক্লাস ১০টায় শুরু করে শেষ করেন বিকাল ৫টায়। সমাজতত্ত্ববিভাগের এক শিক্ষকের বিরুদ্ধে অভিযোগ, তিনি খাতা দেখতে সময় নেন প্রায় ১ বছর। ৫৬৭ জন শিক্ষকের মধ্যে ১শ' ৩৩ জনের বাইরে অবস্থানের কারণে ছাত্রছাত্রীদের লেখাপড়া বিঘ্নিত হচ্ছে তো বটে, এঁদের ক্লাসগুলো আদৌ কে নিচ্ছেন তা নিয়ে পশ্ন উঠেছে। শিক্ষকস্বল্পতার কারণে নতুন খোলা কয়েকটি বিভাগে লেখাপড়া লাটে উঠেছে। জার্নালিজম, বায়োকেমিস্ট্রি, সমাজবিজ্ঞান, নৃ-বিজ্ঞান, মাইক্রোবায়োলজি, ভূগোল, কম্পিউটার সায়েন্স বিভাগে ছাত্রছাত্রীরা রয়েছেন বেকায়দায়।

শিক্ষকদের বড় একটি অংশ দেশের বাইরে

চবির ইনস্টিটিউট অব ফরেস্ট্রি এ্যান্ড এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্সেসের সহযোগী অধ্যাপকের ৪ জনের ২ জন, সহকারী অধ্যাপকের ৭ জনের ৬ জনই দেশের বাইরে। অর্থনীতি বিভাগে ৩ জন সহযোগী অধ্যাপকের মধ্যে ২ জন, সহকারী অধ্যাপকের ১১ জনের মধ্যে ৭ জন, রসায়ন বিভাগের ৭ জন সহকারী অধ্যাপকের মধ্যে ৪ জন, পরিসংখ্যান বিভাগের ৫ জন সহকারী অধ্যাপকের মধ্যে ৪ জন, ব্যবস্থাপনা বিভাগের ১১ জন সহকারী অধ্যাপকের মধ্যে ৫ জন দেশের বাইরে বিভিন্ন ধরনের লম্বা ছুটি নিয়ে দিন কাটাচ্ছেন। এ অবস্থায় এসব বিভাগের অবস্থা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। দেখা যাচ্ছে, শিক্ষকদের বাইরে থাকার কারণে বিভিন্ন বিভাগের এক একটি বর্ষে ২/৩টি ব্যাচ রয়েছে, যা রীতিমতো হতবাক করার মতো। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের এ অবস্থার কারণে ইতোমধ্যে এ বিশ্ববিদ্যালয়ের লেখাপড়ার ভবিষ্যত নিয়ে নানা সংশয় দেখা দিয়েছে।